Launching Ceremony on ‘ONE Bank Ltd. Agricultural Loan Products’

প্রধান অতিথি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর বক্তব্য

তারিখ ঃ ১৬/৬/২০১০
সময় ঃ সকাল ১০ঃ৩০
স্থান ঃ বল রুম, শেরাটন হোটেল, ঢাকা

কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি । ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নের সাথে আমাদের দেশের সামগ্রিক ভাগ্যোন্নয়ন জড়িত । আমাদের কৃষকগণ একদিকে যেমন খাদ্যশস্য উৎপাদন করছেন তেমনি অন্যদিকে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার একটি বিপুল অংশ সাশ্রয় করছেন । এছাড়া, আমাদের কৃষক সন্তানদের একটি বড় অংশ সুদূর প্রবাসে থেকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে বড় অবদান রাখছেন । দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ভিত্তি গড়ে তুলতে কৃষি খাতের উন্নয়নের বিকল্প নেই । সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বাংলাদেশের সাফল্যের পেছনেও কৃষিখাতের অবদান ছিল অপরিসীম ।

০২। আপনারা জানেন, কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্যে সরকার বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে সারের মূল্য কমানো, ডিজেলে ব্যাপক ভর্তুকী দেওয়া, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ভর্তুকীর অর্থ কৃষকের নিকট পৌঁছানোর জন্যে কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ইত্যাদি ব্যবস্থা অন্যতম । কৃষক যাতে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে **কৃষক বিপণন দল (Farmers Marketing Group), কৃষক ক্লাব** গঠনের পাশাপাশি অনেকগুলো গ্রোয়ার্স মার্কেট অবকাঠামো নির্মাণের জন্যে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে । প্রাকৃতিক দুর্যোগে উৎপাদিত শস্য বিনষ্ট হলে কৃষকদের সহায়তার জন্যে **কৃষি বীমা** চালুর বিষয়টিও সম্প্রতি ঘোষিত বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে ।

০৩। কৃষি খাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে । বর্তমান অর্থবছরে এ যাবত কালের মধ্যে সর্বোচ্চ **১১,৫০০** কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ছিল পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২৩% বেশি । এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত এ লক্ষ্যমাত্রার **৭৮%** বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্গাচাষিদের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো **৫০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম** গ্রহণ করেছে । জুন ২০১০ পর্যন্ত উক্ত চাষিদের জন্যে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে, যার বিপরীতে **এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত ৪৪ হাজার বর্গাচাষিকে ৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।** উন্নয়ন কর্মকান্ডে কৃষকের যথাযথ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি এবং সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকী ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে নগদ মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণ করে এ পর্যন্ত **৮৭ লক্ষ ২৭ হাজার** কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে । শাখা পর্যায়ে আইটির ব্যবহার বাড়িয়ে এই বিপুল পরিমাণ একাউন্ট কিভাবে সচল রাখা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ আগামী অর্থবছরের কৃষি ঋণ নীতিমালায় পরিমাণগত (quantitative) এবং গুণগত (qualitative) নতুন আরো কিছু পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে । বিশেষ করে, মধু, কমলা, আগর, স্ট্রবেরী ইত্যাদি খাত ঋণ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, পোলট্রি, ডেইরী, মৎস্য ইত্যাদি উপখাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় scales of finance বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রণীতব্য নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে কাজ চলছে ।

পাতা/২

প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিষয়টিও আগামী কৃষি ঋণ নীতিমালায় প্রাধান্য পাবে । মূল্য সংযোজনকারী এই কৃষি যে একটি চমৎকার ব্যবসায় প্রস্তাবনা সে কথাটি আমাদের ব্যাংকগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে হবে ।

০৪। আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, ওয়ান ব্যাংক লিঃ কৃষি খাতে অর্থায়নের জন্যে একটি বিস্তৃত Policy Guidelines প্রণয়ন করেছে । এছাড়া, কৃষিখাত ভিত্তিক ঋণ কর্মকান্ডকে আরো ব্যাপক ও ফলপ্রসু করা এবং সহজ শর্তে ও দ্রুততম সময়ে ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে তারা ফসল ঋণ, মৎস্য ঋণ, গবাদি পশু ঋণ, পোলট্রি ঋণ, কৃষিজ সরঞ্জাম ঋণ, উপার্জন ঋণ ইত্যাদি প্রোডাক্ট চালু করেছে । এছাড়া, ঋণের ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং প্রদত্ত ঋণ মনিটরিং এর জন্যেও তারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । এ বছর ওয়ান ব্যাংক এর টার্গেট ছিল ৩০ কোটি টাকা । আগামী বছর তারা অন্তত তা ৩০% বাড়াতে চাইছে । এ প্রসঙ্গে আমি আরো উল্লেখ করতে চাই যে, এক দশক আগে আমানত ও ঋণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মার্কেট শেয়ার ছিল প্রায় ৬০% । অথচ, এখনকার চিত্র একেবারেই বিপরীত । অর্থাৎ, বর্তমানে আমানত ও ঋণের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মার্কেট শেয়ার প্রায় ৬০% । ফলে, ওয়ান ব্যাংকের মতো বেসরকারি ব্যাংকগুলোর পরিমাণগত ভাবে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির সামর্থ্য বেশি । যদিও তাদের অবকাঠামোগত বিশেষ করে পল্লী এলাকায় শাখা না থাকায় কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের সুযোগ কিছুটা কম । ব্যক্তিখাতের ব্যাংকগুলো গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে আরো বেশি গ্রামীণ শাখা খুলবে সেটাই আমরা প্রত্যাশা করছি । পাশাপাশি তারা অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমেও কৃষি ঋণের প্রসার ঘটাবেন । আমি লক্ষ্য করছি যে, ইদানিং বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিচ্ছে । আমি আশা করি, কৃষির মতো আমাদের অপর একটি অগ্রাধিকার খাত অর্থাৎ এসএমই খাতেও ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যেও আপনারা সচেষ্ট হবেন ।

০৫। পরিশেষে বলতে চাই, অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ । বৈরী আবহাওয়ার কারণে শত দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার মাঝেও আমাদের অকুতোভয়, সাহসী কৃষক ভাইয়েরা যেভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন তা অতুলনীয়। কৃষক সন্তানের রক্ত ও ঘামে ভেজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ । ফলে, অর্থনৈতিক মুক্তি আনার লক্ষ্যে কৃষক ভাই-বোনদের বিভিন্নমুখী সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর প্রতি আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তৃতীয় প্রজন্মের একটি ব্যাংক হিসেবে কৃষির মতো একটি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যে ওয়ান ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের সৃজনশীল এই কৃষি ঋণ সেবার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ।

***